[redacted]

[redacted]

নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনি ও তাঁর পুত্রেরা নির্মাণকাজ অব্যাহত রেখেছেন।

ক্ষোভ ও হতাশায় ভুক্তভোগী ফজলুল হক বলেন , আমার ওয়ারিশ সূত্রে পাওনা ও ক্রয়কৃত জমিতে আমার ভাই আজিল বক্স ও তার ছেলেরা জোরপূর্বক বাড়ি তুলছে। আদালতের নোটিশ পুলিশ ক্যাম্পে জমা দেওয়ার পরেও তারা কাজ বন্ধ করেনি। এখন প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ করে আইনি মীমাংসার ব্যবস্থা করা হোক।

এ বিষয়ে হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্টরা আলমডাঙ্গা থানায় যোগাযোগের পরামর্শ দেন। আদালতের নোটিশ হাতে পেয়েও কেন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সে প্রশ্ন এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে।

সচেতনমহল বলছেন, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন নীরব থাকলে বিরোধ আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

দামুড়হুদায় দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া নামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পিতা রকিবুল ইসলাম (রিপন) অভিযোগে জানান, তার ছেলে রাহাত হুসাইন (১২) গুলশান পাড়ার ফাস্ট

মাল্টিমিডিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল মুকিত (৩০) ও হুমায়ন (২৮) দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, সামান্য কারণ বা বিনা কারণেই শিক্ষার্থীর কান ধরে টানা, চুল টেনে ধরা, শরীরে চিমটি কাটা, এমনকি মাথায় আঘাত করার মতো অমানবিক আচরণ করা হতো। প্রায় ১৫ দিন আগে মারধরের এক ঘটনায় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা নিতে হয়।

পরিবারের দাবি, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ করার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ গত ২৬ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চুল ধরে টেনে মাথা নিচু করে পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এতে শিশুটির পিঠ, কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়।

এ ঘটনার পর অভিভাবক প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মারমুখী আচরণ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকি “ছেলেকে মেরেছি, যা পারিস করে নে” বলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও শিক্ষার্থী মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রভাবের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ বলেন, “এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।”

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। শিশুটিকে দেখেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভুক্তভোগী পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সচেতন মহলও দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

দামুড়হুদায় জোরপূর্বক কৃষকের পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পাকা ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের আইড়মারি বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মাসুম বিল্লাহ ওরফে মন্টুর সঙ্গে একই গ্রামের মৃত বরকত আলী মণ্ডলের ছেলে নুরুল হকের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছে। এর জের ধরে প্রায় সাত মাস আগে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মন্টুর চাচাতো ভাই জয়নুর (৫০) নিহত হন এবং খাজা আহমেদ (৫৫) ও জাহির (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী মাসুম বিল্লাহ মন্টু দাবি করেন, তিনি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে গত দুই বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। শনিবার সকালে তিনি খবর পান, নুরুল হক ও তার সহযোগীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার প্রায় দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বের ঘটনার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করা হলেও পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা ধান কেটে নিয়ে চলে যায়। এর আগেও তার জমি থেকে ভুট্টা ও গম কেটে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে নুরুল হকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, এখনো

কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর

চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

দামুড়হুদায় টিসিবির চালে পোকা থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরবরাহ করা চালের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণের সময় বেশ কয়েকজন কার্ডধারী

অভিযোগ করেন, তাদের দেওয়া চাল নিম্নমানের এবং চালের ভেতরে ছোট ছোট পোকা পাওয়া যাচ্ছে। এতে চালটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানান, স্বল্পমূল্যে চাল পাওয়ার আশায় তারা টিসিবির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেওয়া চাল ধোয়ার সময়ই পোকা ভেসে ওঠে, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এ বিষয়ে কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, “টিসিবির পণ্য বিতরণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি ডিলার দেখভাল করেন।”

নিম্নমানের চালের বিষয়ে ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল জানান, “সরকারি খাদ্য গুদামের চাল পোকাযুক্ত হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে বিদেশে পাঠানো নিয়ে দ্বন্দ্বে তিন নারীকে পিটিয়ে আহতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাথানপাড়া গ্রামে বিদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বে এক বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে অনিকুল ইসলাম ও তার ছেলে ইমনের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন সাবিনা বেগম (৭০), সাকের আলীর স্ত্রী হিরা খাতুন (৪৫) এবং আবির হাসানের স্ত্রী রুম্পা খাতুন (২২)। তারা সবাই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের অভিযোগ, বাথানপাড়ার অনিকুল ইসলামের ছেলে ইমনকে বিদেশে পাঠানোর জন্য সাকের আলীর জামাই, সিঙ্গাপুর প্রবাসী আরেফিন হোসেনের কাছে ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরে ইমনকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব না হওয়ায় স্থানীয়ভাবে সালিশের মাধ্যমে ২ লাখ টাকা কমিয়ে ৩ লাখ ১০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই টাকা অনিকুল ও ইমন বুঝে নেন।

তবে মীমাংসার পরও অনিকুল ও তার ছেলে ইমন আরেফিন হোসেনকে খুঁজতে থাকেন। তাকে না পেয়ে তারা আরেফিনের বৃদ্ধা নানী-শাশুড়ি সাবিনা বেগম, শাশুড়ি হিরা খাতুন এবং শ্যালকের স্ত্রী রুম্পা খাতুনকে লাঠি দিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করে প্রণোদনা পেলো গ্রাহক

বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করায় ঝিনাইদহে সেই বিএম অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযোগ করায় ভুক্তভোগী গ্রাহক জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা প্রণোদনা পেয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এ জরিমানা করেন, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের।

জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম লিটার প্রতি ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকরের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করে সদর উপজেলার বিশমাইল এলাকার বিএম অটোগ্যাস স্টেশন।

এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল সোহাগ নামের এক গ্রাহক জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সেই অভিযোগের শুনানি করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বিএম অটোগ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার নাসির উদ্দিনের বক্তব্য নেওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় বিএম অটোগ্যাস স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ ১২৫০ টাকা দেওয়া হয় গ্রাহককে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি সোহাগ বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার টাকার গ্যাসে ৪৫০ টাকা বেশি নিয়েছিল। সেই প্রমাণ থাকায় আমি অভিযোগ করে পুরস্কার হিসেবে ১২৫০ টাকা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, অনিয়ম করায় বিএম অটোগ্যাসের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কাজ তারা না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

মুজিবনগরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের সুফিয়া খাতুন
(৬০) নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। নিহতের পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দিতে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল তিনটার দিকে উপজেলার টুঙ্গি গোপালপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সুফিয়া খাতুন ওই গ্রামের খেদের আলীর স্ত্রী।

পরিবারের সদস্যরা জানান, সুফিয়া খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং মরদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা হত্যার ইঙ্গিত বহন করে।

নিহতের স্বামী খেদের আলী বলেন, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে তার আপন ভাই আখের আলীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলছিল। গত ৫ এপ্রিল প্রতিপক্ষরা দলবল নিয়ে বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। সেই বিরোধের জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।

তিনি আরও জানান, দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তার স্ত্রী

ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে এবং শরীর রক্তাক্ত।

খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে ছাত্র বলাৎকারের অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগরে একটি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোর্ডিংয়ে থাকা এক ছাত্রকে বলাৎকারের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক নুর উদ্দিন (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা সাহিদুর রহমান তার ১১ বছর বয়সী ছেলে জুবায়েরকে মুজিবনগর বাজার আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজখানার বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছিলেন। ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক সহপাঠীর অভিভাবকের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক নুর উদ্দিন তার ছেলেকে বিভিন্ন সময়ে গভীর রাতে কক্ষে নিয়ে গিয়ে একাধিকবার বলাৎকার করেছে।

খবর পেয়ে ভুক্তভোগীর বাবা দ্রুত মাদ্রাসায় এসে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। পরে ছেলের সাথে কথা বলে তিনি ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অবগত হন।

স্থানীয়দের মধ্যেও এ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং আরও কয়েকজন ছাত্রের সাথে একই ধরনের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে বলে আলোচনা হতে

থাকে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ক্ষুব্ধ জনতা মাদ্রাসা ঘেরাও করে। এ সময় খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে।

ঘটনার বিষয়ে ভুক্তভোগীর পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বিরাজ করছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ

ঝিনাইদহে চিকিৎসকের অবহেলায় আসমা হক নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও পর্যাপ্ত নজরদারি পেলে ওই প্রসূতির প্রাণ বাঁচানো সম্ভব ছিল।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জেলা শহরের শামীমা ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত ৪ এপ্রিল প্রসবব্যথা নিয়ে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি হন আসমা। পরে সেখানে তার সিজার করা হয়। সিজারের পর নবজাতক সুস্থ থাকলেও আসমার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এর মধ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ছাড়পত্র দিয়ে দেয়।

স্বজনরা বুধবার দুপুরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে আবারও রাতে শামীমা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আসমার চাচা আমির হোসেন অভিযোগ করে বলেন, ভর্তি করার পর দীর্ঘ

সময় চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না। যে ডাক্তারের সিজার করার কথা ছিল, তিনি সিজার করেননি। আমার ভাতিজিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এরপর সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসি। সে সময় দায়িত্বরত নার্স ও চিকিৎসকরা কোনো ব্যবস্থা নেননি। এতে রোগীর অবস্থার অবনতি হলেও দ্রুত কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ওই ক্লিনিকের মালিক ডা. শামীমা বলেন, “হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো দায় নেই।”

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা. কামরুজ্জামান বলেন, “প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে পরে বলতে পারবো।”

অভিযোগ উঠেছে, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদাসীনতায় একের পর এক প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক-হাসপাতালের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারির দাবি জানিয়েছেন জেলার সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।